সপ্তদশ অধ্যায়

চিত্রকেতুর প্রতি পার্বতীর অভিশাপ

শিবকে উপহাস করার ফলে চিত্রকেতুর বৃত্রাসুররূপে আবির্ভাবের বৃত্তান্ত এই সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথা বলার পর, রাজা চিত্রকেতু তাঁর বিমানে আরোহণ করে বিদ্যাধর রমণীগণের সঙ্গে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে বাহ্য অন্তরীক্ষে বিচরণ করছিলেন। একদিন এইভাবে ভ্রমণ করার সময় তিনি সুমেরু পর্বতে এক কুঞ্জে সিদ্ধ, চারণ এবং মহর্ষিগণ পরিবেষ্টিত মহাদেব পার্বতীকে আলিঙ্গন করে অবস্থান করছেন দেখতে পান। মহাদেবকে সেই অবস্থায় দর্শন করে চিত্রকেতু উচ্চস্বরে হেসেছিলেন। তার ফলে পার্বতী তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপের ফলে চিত্রকেতু বৃত্রাসুররূপে আবির্ভূত হন।

চিত্রকেতু কিন্তু পার্বতীর অভিশাপে একটুও ভীত না হয়ে বলেছিলেন, "মানব-সমাজে সকলেই তার পূর্বকৃত কর্মফল অনুসারে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে করতে জড় জগতে বিচরণ করে। সুতরাং কেউই কারও সুখ-দুঃখের হেতু নয়। জড় জগতে জীব জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তবু সে নিজেকে সব কিছুর কর্তা বলে অভিমান করে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা রচিত এই জড় জগতে কেউ কখনও অভিশাপ প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও আশীর্বাদ লাভ করে, এবং এইভাবে সে কখনও স্বর্গলোকে সুখভোগ করে এবং কখনও নরকে দুঃখভোগ করে। কিন্তু সমস্ত অবস্থাই সমান, কারণ তা সবই এই জড় জগতের স্থিতি। তাদের কোনটিরই বাস্তব সত্তা নেই, কারণ সেগুলি অনিত্য। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা, কারণ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীনে জড় জগতের সৃষ্টি হয়, পালন হয় এবং সংহার হয়, অথচ তিনি স্থান এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে জড় জগতের বিভিন্ন পরিবর্তনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়া জড় জগতের অধ্যক্ষা। এই জড় জগতে জীবদের বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে ভগবান এই জগৎকে সাহায্য করেন।"

চিত্রকেতুর এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ বাণী শ্রবণ করে, শিব এবং পার্বতী সহ সেই মহতী সভার সভাসদবর্গ বিস্ময়াপন্ন হয়েছিলেন। তখন শিব ভগবদ্ভক্তের মহিমা বর্ণনা করেছিলেন। ভগবদ্ভক্ত স্বর্গ, নরক, মুক্তি, বন্ধন, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি জীবনের অবস্থার প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। এগুলি কেবল মায়াসৃষ্ট দ্বৈতভাব। বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীব স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় শরীর গ্রহণ করে, এবং এইভাবে দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত হওয়ার ফলে তার মায়িক পরিস্থিতিতে সে আপাতদৃষ্টিতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, যদিও সকলেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ। তথাকথিত দেবতারা নিজেদের ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, এবং তার ফলে তারা বুঝতে পারে না যে, প্রতিটি জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ। এইভাবে ভক্ত এবং ভগবানের মহিমা কীর্তন করে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

যতশ্চান্তর্হিতোঽনন্তস্তস্যৈ কৃত্বা দিশে নমঃ ।
বিদ্যাধরশ্চিত্রকেতুশ্চচার গগনেচরঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **যতঃ**—যেই (দিকে); **চ**—এবং; **অন্তর্হিতঃ**—অন্তর্ধান করেছিলেন; **অনন্তঃ**—ভগবান অনন্ত; **তস্যৈ**—সেই; **কৃত্বা**—নিবেদন করে; **দিশে**—দিকে; **নমঃ**—প্রণাম; **বিদ্যাধরঃ**—বিদ্যাধরলোকের রাজা; **চিত্রকেতুঃ**—চিত্রকেতু; **চচার**—ভ্রমণ করেছিলেন; **গগনে**—অন্তরীক্ষে; **চরঃ**—বিচরণ করে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—যেদিকে ভগবান অনন্তদেব অন্তর্হিত হয়েছিলেন, সেই দিকে প্রণতি নিবেদন করে রাজা চিত্রকেতু বিদ্যাধর-পতিরূপে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২-৩

স লক্ষং বর্ষলক্ষাণামব্যাহতবলেন্দ্রিয়ঃ ।
স্তূয়মানো মহাযোগী মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ২ ॥
কুলাচলেন্দ্রদ্রোণীষু নানাসঙ্কল্পসিদ্ধিষু ।
রেমে বিদ্যাধরস্ত্রীভির্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

সঃ—তিনি (চিত্রকেতু); **লক্ষম্**—এক লক্ষ; **বর্ষ**—বৎসর; **লক্ষাণাম্**—লক্ষ লক্ষ; **অব্যাহত**—অপ্রতিহত; **বল-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়ের বল; **স্তূয়মানঃ**—সংস্তুত হয়ে; **মহা-যোগী**—মহান যোগী; **মুনিভিঃ**—মুনিদের দ্বারা; **সিদ্ধ-চারণৈঃ**—সিদ্ধ এবং চারণদের দ্বারা; **কুলাচলেন্দ্র-দ্রোণীষু**—কুলাচল বা সুমেরু পর্বতের উপত্যকায়; **নানা-সঙ্কল্প-সিদ্ধিষু**—যেখানে সর্বপ্রকার যোগসিদ্ধি লাভ হয়; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **বিদ্যাধর-স্ত্রীভিঃ**—বিদ্যাধর-রমণীগণ সহ; **গাপয়ন্**—কীর্তন করিয়ে; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **ঈশ্বরম্**—নিয়ন্তা।

অনুবাদ

মুনি, সিদ্ধ ও চারণদের দ্বারা সংস্তুত হয়ে মহাযোগী চিত্রকেতু লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাতে তাঁর বল ও ইন্দ্রিয় অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি বিবিধ যোগশক্তির সিদ্ধিস্থল সুমেরু পর্বতের উপত্যকায় ভ্রমণ করেছিলেন। সেখানে বিদ্যাধর-রমণীদের দ্বারা হরিনাম কীর্তন করিয়ে তিনি আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে দ্রষ্টব্য যে, মহারাজ চিত্রকেতু অত্যন্ত সুন্দরী বিদ্যাধর-রমণীদের দ্বারা পরিবৃত হলেও ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করতে ভুলে যাননি। অনেক স্থলে প্রমাণিত হয়েছে যে, যিনি জড়-জাগতিক অবস্থার দ্বারা কলুষিত নন, যিনি ভগবানের মহিমা কীর্তনে সর্বতোভাবে যুক্ত, তিনি সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৪-৫

একদা স বিমানেন বিষ্ণুদত্তেন ভাস্বতা ।
গিরিশং দদৃশে গচ্ছন্ পরীতং সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ৪ ॥
আলিঙ্গ্যাঙ্কীকৃতাং দেবীং বাহুনা মুনিসংসদি ।
উবাচ দেব্যাঃ শৃণ্বন্ত্যা জহাসোচ্চৈস্তদন্তিকে ॥ ৫ ॥

একদা—এক সময়; **সঃ**—তিনি (রাজা চিত্রকেতু); **বিমানেন**—তাঁর বিমানে; **বিষ্ণু-দত্তেন**—ভগবান বিষ্ণু প্রদত্ত; **ভাস্বতা**—দীপ্তিমান; **গিরিশম্**—শিব; **দদৃশে**—দর্শন করেছিলেন; **গচ্ছন্**—যাওয়ার সময়; **পরীতম্**—পরিবেষ্টিত; **সিদ্ধ**—সিদ্ধদের দ্বারা; **চারণৈঃ**—এবং চারণদের দ্বারা; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করে; **অঙ্কীকৃতাম্**—তাঁর কোলে

উপবিষ্ট; **দেবীম্**—তাঁর স্ত্রী পার্বতীকে; **বাহুনা**—তাঁর বাহুর দ্বারা; **মুনি-সংসদি**—মহান ঋষিদের সভায়; **উবাচ**—তিনি বলেছিলেন; **দেব্যাঃ**—পার্বতী দেবী; **শৃণ্বন্ত্যাঃ**—শ্রবণ করে; **জহাস**—তিনি হেসেছিলেন; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **তদ্-অন্তিকে**—নিকটে।

অনুবাদ

এক সময় রাজা চিত্রকেতু যখন বিষ্ণু প্রদত্ত দীপ্তিমান বিমানে অন্তরীক্ষে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি সিদ্ধ এবং চারণগণ পরিবেষ্টিত মহাদেবকে দর্শন করেছিলেন। মহাদেব মহর্ষিদের সভায় পার্বতীকে অঙ্কে ধারণ করে তাঁর বাহুর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করে ছিলেন। তা দেখে চিত্রকেতু উচ্চস্বরে হাস্য করে যাতে পার্বতীর শ্রুতিগোচর হয়, এইভাবে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন,

ভক্তিং ভূতিং হরির্দত্ত্বা স্ববিচ্ছেদানুভূতয়ে ।
দেব্যাঃ শাপেন বৃত্রত্বং নীত্বা তং স্বান্তিকেঽনয়ৎ ॥

অর্থাৎ, চিত্রকেতুকে ভগবান যত শীঘ্র সম্ভব বৈকুণ্ঠলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ভগবান চেয়েছিলেন পার্বতীর অভিশাপে চিত্রকেতু যেন বৃত্রাসুরে পরিণত হন, যাতে তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি শীঘ্রই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের অসুররূপে আচরণ করে ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ধামে নীত হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মহাদেবের পক্ষে পার্বতীকে আলিঙ্গন করা ছিল পতি-পত্নীর স্বাভাবিক সম্পর্ক, চিত্রকেতুর পক্ষে তা অস্বাভাবিক বলে মনে করা উচিত ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাদেবকে সেই অবস্থায় দেখে চিত্রকেতু উচ্চস্বরে হেসেছিলেন, যদিও তা করা তাঁর পক্ষে উচিত ছিল না। তার ফলে তিনি অভিশপ্ত হয়েছিলেন এবং সেই অভিশাপ তাঁর ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার কারণ হয়েছিল।

শ্লোক ৬

চিত্রকেতুরুবাচ

এষ লোকগুরুঃ সাক্ষাদ্ধর্মং বক্তা শরীরিণাম্ ।
আস্তে মুখ্যঃ সভায়াং বৈ মিথুনীভূয় ভার্যয়া ॥ ৬ ॥

চিত্রকেতুঃ উবাচ—রাজা চিত্রকেতু বলেছিলেন; **এষঃ**—এই; **লোক-গুরুঃ**—বৈদিক নির্দেশ পালনকারী ব্যক্তিদের গুরু; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ধর্মম্**—ধর্মের; **বক্তা**—বক্তা; **শরীরিণাম্**—দেহধারী সমস্ত জীবদের; **আস্তে**—উপবেশন করেন; **মুখ্যঃ**—প্রধান; **সভায়াম্**—সভায়; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মিথুনীভূয়**—আলিঙ্গন করে; **ভার্যয়া**—তাঁর পত্নীকে।

অনুবাদ

চিত্রকেতু বললেন—মহাদেব সাক্ষাৎ লোকগুরু, দেহধারী জীবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও ধর্মের বক্তা। কিন্তু কী আশ্চর্য, তিনি মহর্ষিদের সভায় তাঁর ভার্যা পার্বতীকে আলিঙ্গন করে অবস্থান করছেন!

শ্লোক ৭

জটাধরস্তীব্রতপা ব্রহ্মবাদি সভাপতিঃ ।
অঙ্কীকৃত্য স্ত্রিয়ং চাস্তে গতহ্রীঃ প্রাকৃতো যথা ॥ ৭ ॥

জটা-ধরঃ—জটাধারী; **তীব্র-তপাঃ**—মহা-তপস্বী; **ব্রহ্মবাদী**—বৈদিক সিদ্ধান্তের নিষ্ঠাপরায়ণ অনুগামী; **সভাপতিঃ**—সভাপতি; **অঙ্কীকৃত্য**—আলিঙ্গন করে; **স্ত্রিয়ম্**—একজন রমণীকে; **চ**—এবং; **আস্তে**—উপবেশন করেছেন; **গতহ্রীঃ**—নির্লজ্জ ; **প্রাকৃতঃ**—প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ জীব; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

জটাধারী মহা-তপস্বী শিব ব্রহ্মবাদী ঋষিদের সভার সভাপতি, অথচ তিনি একজন নির্লজ্জ সাধারণ মানুষের মতো তাঁর স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে সভার মধ্যে অবস্থান করছেন।

তাৎপর্য

চিত্রকেতু মহাদেবের উচ্চপদের প্রশংসা করেছিলেন, এবং তাই তিনি মন্তব্য করেছেন এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, মহাদেব একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করছেন। তিনি শিবের উচ্চপদের প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন মহর্ষিদের সভায় একজন নির্লজ্জ সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে শিব অবস্থান করছেন, তখন তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন

যে, চিত্রকেতু যদিও মহাদেবের সমালোচনা করেছিলেন কিন্তু তিনি দক্ষের মতো তাঁর নিন্দা করেননি। দক্ষ শিবকে নগণ্য বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু চিত্রকেতু শিবকে সেই অবস্থায় দর্শন করে আশ্চর্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

প্রায়শঃ প্রাকৃতাশ্চাপি স্ত্রিয়ং রহসি বিভ্রতি ।
অয়ং মহাব্রতধরো বিভর্তি সদসি স্ত্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥

প্রায়শঃ—সাধারণত; **প্রাকৃতাঃ**—বদ্ধ জীব; **চ**—ও; **অপি**—যদিও; **স্ত্রিয়ম্**—একজন রমণী; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **বিভ্রতি**—আলিঙ্গন করে; **অয়ম্**—এই (মহাদেব); **মহা-ব্রত-ধরঃ**—মহান ব্রত এবং তপস্যার অধিকারী; **বিভর্তি**—উপভোগ করেন; **সদসি**—মহান ঋষিদের সভায়; **স্ত্রিয়ম্**—তাঁর পত্নীকে।

অনুবাদ

সাধারণ মানুষেরাও নির্জন স্থানে তাদের পত্নীকে আলিঙ্গন করে তাদের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করে। কিন্তু মহাদেব মহা-তপস্বী হওয়া সত্ত্বেও মহর্ষিদের সভায় তাঁর পত্নীকে আলিঙ্গন করছেন, এটি বড় আশ্চর্যের বিষয়।

তাৎপর্য

মহাব্রতধরঃ শব্দটির অর্থ ব্রহ্মচারী, যার কখনও অধঃপতন হয়নি। মহাদেবকে শ্রেষ্ঠ যোগীদের মধ্যে গণনা করা হয়, তবু তিনি মহর্ষিদের সভায় তাঁর পত্নীকে আলিঙ্গন করেছেন। চিত্রকেতু প্রকৃতপক্ষে মহাদেবের স্থিতির প্রশংসা করেছিলেন যে তিনি কত মহান যে এই রকম পরিস্থিতিতেও তিনি অপ্রভাবিত থাকেন। তাই চিত্রকেতু অপরাধী ছিলেন না; তিনি কেবল তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

ভগবানপি তচ্ছ্রুত্বা প্রহস্যাগাধধীর্নৃপ ।
তূষ্ণীং বভূব সদসি সভ্যাশ্চ তদনুব্রতাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ভগবান্**—মহাদেব; **অপি**—ও; **তৎ**—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **প্রহস্য**—হেসে; **অগাধধীঃ**—যাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত গভীর;

নৃপ—হে রাজন্; **তূষ্ণীম্**—মৌন; **বভূব**—হয়েছিলেন; **সদসি**—সভায়; **সভ্যাঃ**—সমস্ত সদস্যগণ; **চ**—ও; **তৎ-অনুব্রতাঃ**—মহাদেবকে অনুসরণ করে (মৌন ছিলেন)।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, চিত্রকেতুর উক্তি শ্রবণ করে, অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মহাদেব ঈষৎ হেসে নীরব রইলেন, এবং তাঁর অনুচর সভাসদেরাও কিছু না বলে তাঁর অনুসরণ করলেন।

তাৎপর্য

চিত্রকেতু যে মহাদেবের সমালোচনা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য রহস্যময় এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কিন্তু তার বিশ্লেষণ এইভাবে করেছেন—মহাদেব শিব পরম বৈষ্ণব এবং পরম শক্তিশালী দেবতা হওয়ার ফলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। যদিও বাহ্যত তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেছিলেন এবং সদাচার পালন করেননি, কিন্তু এই প্রকার কার্য তাঁর অতি উন্নত পদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেনি। অসুবিধা অবশ্য হচ্ছে এই যে, সাধারণ মানুষ মহাদেবের আচরণ দেখে তাঁর অনুকরণ করতে পারে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৩/২১) বলা হয়েছে—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরাও তাঁর অনুকরণ করেন। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, অন্য লোকে তাঁরই অনুসরণ করে।" সাধারণ মানুষ শিবের সমালোচনাও করতে পারে, দক্ষ যেমন করেছিল, এবং তাকে তার ফলও ভোগ করতে হয়েছিল। রাজা চিত্রকেতু চেয়েছিলেন যে, মহাদেব যেন এই ধরনের বাহ্য আচরণ না করেন যাতে অন্যেরা তাঁর সমালোচনা করে অপরাধের ভাগী না হয়। কেউ যদি মনে করে যে, ভগবান বিষ্ণুই আদর্শ পুরুষ, এবং দেবতারা, এমন কি মহাদেব পর্যন্ত অশোভন কার্য করতে পারেন, তা হলে সে অপরাধী। এই সব বিচার করে রাজা চিত্রকেতু মহাদেবের প্রতি কিছুটা কঠোর ব্যবহার করেছিলেন।

চিত্রকেতুর উদ্দেশ্য মহাজ্ঞানী মহাদেব বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর প্রতি মোটেই ক্রুদ্ধ হননি; পক্ষান্তরে, তিনি ঈষৎ হেসে নীরব ছিলেন। সেই সভার যে সমস্ত সদস্যেরা শিবকে বেষ্টন করে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও চিত্রকেতুর

উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মহাদেবের আচরণ অনুসরণ করে তাঁরা কোন প্রতিবাদ করেননি। পক্ষান্তরে তাঁদের প্রভুকে অনুসরণ করে তাঁরা নীরব ছিলেন। সভার সদস্যেরা যদি মনে করতেন যে, চিত্রকেতু মহাদেবের নিন্দা করেছেন, তা হলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের হস্তের দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদিত করে সেই স্থান ত্যাগ করতেন।

শ্লোক ১০

ইত্যতদ্বীর্যবিদুষি ব্রুবাণে বহ্বশোভনম্ ।
রুষাহ দেবী ধৃষ্টায় নির্জিতাত্মাভিমানিনে ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে; **অতৎ-বীর্য-বিদুষি**—শিবের প্রভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ চিত্রকেতু; **ব্রুবাণে**—বলেছিল; **বহ্ব-অশোভনম্**—অত্যন্ত অশোভন (মহেশ্বর শিবের সমালোচনা); **রুষা**—ক্রোধ সহকারে; **আহ**—বলেছিলেন; **দেবী**—পার্বতী দেবী; **ধৃষ্টায়**—নির্লজ্জ চিত্রকেতুকে; **নির্জিত-আত্ম**—জিতেন্দ্রিয়; **অভিমানিনে**—নিজেকে মনে করে।

অনুবাদ

শিব এবং পার্বতীর প্রভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ চিত্রকেতু কঠোর বাক্যে তাঁদের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর উক্তি মোটেই শ্রুতিমধুর ছিল না, এবং তাই পার্বতী দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই জিতাত্মা-অভিমানী চিত্রকেতুকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

চিত্রকেতু যদিও মহাদেবকে অপমান করতে চাননি, কিন্তু মহাদেব সামাজিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করলেও তাঁর পক্ষে তাঁর সমালোচনা করা উচিত ছিল না। বলা হয় যে, *তেজীয়সাং ন দোষায়*—অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিদের কার্যে কখনও দোষ দর্শন করা উচিত নয়। যেমন, সূর্য ভূপৃষ্ঠ থেকে মূত্র শোষণ করলেও তা দোষণীয় নয়। সাধারণ মানুষ এমন কি মহান ব্যক্তিরাও কখনও অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তির সমালোচনা করতে পারেন না। চিত্রকেতুর জানা উচিত ছিল যে, শিব সেইভাবে আচরণ করলেও তাঁর সমালোচনা করা ঠিক নয়। ভুল এই হয়েছিল যে, সঙ্কর্ষণের কৃপা লাভ করার ফলে চিত্রকেতুর গর্ব হয়েছিল এবং তাই তিনি মনে করেছিলেন

যে, তিনি যে কোন ব্যক্তির, এমন কি মহেশ্বর শিবেরও সমালোচনা করতে পারেন। ভক্তের এইভাবে গর্বিত হওয়া অনুচিত। বৈষ্ণবের কর্তব্য সর্বদা অত্যন্ত বিনম্র থাকা এবং অন্যদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"নিজেকে পথের পাশে পড়ে থাকা একটি তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করে এবং বৃক্ষের থেকেও সহিষ্ণু হয়ে সর্বতোভাবে অভিমানশূন্য হওয়া উচিত এবং অন্যদের সমস্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অত্যন্ত বিনীতভাব অবলম্বন করা উচিত। মন এইভাবে নির্মল হলে, তবেই নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা যায়।" বৈষ্ণবের পক্ষে কখনও অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়। বিনীত ভাব অবলম্বন করে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করাই শ্রেয়স্কর। *নির্জিতাত্মাভিমানিনে* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, চিত্রকেতু মনে করেছিলেন তিনি মহাদেবের থেকেও জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তা ছিলেন না। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে পার্বতী চিত্রকেতুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

শ্রীপার্বত্যুবাচ

অয়ং কিমধুনা লোকে শাস্তা দণ্ডধরঃ প্রভুঃ ।
অস্মদ্বিধানাং দুষ্টানাং নির্লজ্জানাং চ বিপ্রকৃৎ ॥ ১১ ॥

শ্রী-পার্বতী উবাচ—পার্বতী দেবী বললেন; **অয়ম্**—এই; **কিম্**—কি; **অধুনা**—এখন; **লোকে**—জগতে; **শাস্তা**—পরম নিয়ন্তা; **দণ্ড-ধরঃ**—শাসন করার দণ্ডধারী; **প্রভুঃ**—প্রভু; **অস্মৎ-বিধানাম্**—আমাদের মতো ব্যক্তিদের; **দুষ্টানাম্**—দুর্বৃত্তদের; **নির্লজ্জানাম্**—নির্লজ্জদের; **চ**—এবং; **বিপ্রকৃৎ**—শাসনকারী।

অনুবাদ

পার্বতী দেবী বললেন—আহা, এই ভুঁইফোড় ব্যক্তি এখন আমাদের মতো নির্লজ্জ ব্যক্তিদের দণ্ডদাতার পদ প্রাপ্ত হয়েছে নাকি? এ কি শাসনকর্তা রূপে দণ্ডধারী হয়েছে? এ কি সব কিছুর একমাত্র প্রভু?

শ্লোক ১২

ন বেদ ধর্মং কিল পদ্মযোনি-
র্ন ব্রহ্মপুত্রা ভৃগুনারদাদ্যাঃ ।
ন বৈ কুমারঃ কপিলো মনুশ্চ
যে নো নিষেধন্ত্যতিবর্তিনং হরম্ ॥ ১২ ॥

ন—না; **বেদ**—জানে; **ধর্মম্**—ধর্মতত্ত্ব; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **পদ্ম-যোনিঃ**—ব্রহ্মা; **ন**—না; **ব্রহ্ম-পুত্রাঃ**—ব্রহ্মার পুত্রগণ; **ভৃগু**—ভৃগু; **নারদ**—নারদ; **আদ্যাঃ**—প্রভৃতি; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কুমারঃ**—চতুঃসন (সনক, সনৎকুমার, সনন্দন এবং সনাতন); **কপিলঃ**—ভগবান কপিলদেব; **মনুঃ**—মনু স্বয়ং; **চ**—এবং; **যে**—যিনি; **নো**—না; **নিষেধন্তি**—নিষেধ করেন; **অতি-বর্তিনম্**—আইন এবং শাসনের অতীত; **হরম্**—মহাদেবকে।

অনুবাদ

আহা, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ভৃগু, নারদ, সনৎকুমার প্রমুখ চতুঃসন, এঁদের কারোরই ধর্মজ্ঞান নেই। মনু এবং কপিলও ধর্মতত্ত্ব ভুলে গেছেন। আমার মনে হয় সেই জন্যই তাঁরা দেবাদিদেব মহাদেবকে এই প্রকার অশোভন আচরণ থেকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেননি।

শ্লোক ১৩

এষামনুধ্যেয়পদাব্জযুগ্মং
জগদ্‌গুরুং মঙ্গলমঙ্গলং স্বয়ম্ ।
যঃ ক্ষত্রবন্ধুঃ পরিভূয় সূরীন্
প্রশাস্তি ধৃষ্টস্তদয়ং হি দণ্ড্যঃ ॥ ১৩ ॥

এষাম্—এই সমস্ত মহাপুরুষদের; **অনুধ্যেয়**—নিরন্তর ধ্যান করার যোগ্য; **পদাব্জ-যুগ্মম্**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম-যুগল; **জগৎ-গুরুম্**—সমগ্র জগতের গুরু; **মঙ্গল-মঙ্গলম্**—পরম ধর্মমূর্তি; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **যঃ**—যিনি; **ক্ষত্রবন্ধুঃ**—ক্ষত্রিয়াধম; **পরিভূয়**—অতিক্রম করে; **সূরীন্**—ব্রহ্মা আদি দেবতাদের; **প্রশাস্তি**—শাসন করছে; **ধৃষ্টঃ**—উদ্ধত; **তৎ**—অতএব; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **দণ্ড্যঃ**—দণ্ডণীয়।

অনুবাদ

এই ক্ষত্রিয়াধম চিত্রকেতু ধৃষ্টতাপূর্বক ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও অতিক্রম করে, তাঁরা যাঁর চরণকমল-যুগল ধ্যান করেন, সেই জগদ্‌পূজ্য পরম ধর্মমূর্তি শিবকে শাসন করেছে, অতএব তাকে অবশ্যই দণ্ড দেওয়া উচিত।

তাৎপর্য

সেই সভায় সমবেত সদস্যেরা সকলেই আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তাঁরা পার্বতী দেবীকে অঙ্কে ধারণ করে আলিঙ্গন করার জন্য শিবকে কিছুই বলেননি। অথচ চিত্রকেতু শিবের সমালোচনা করেছিলেন, এবং তাই পার্বতী মনে করেছিলেন যে, তাঁকে দণ্ড দেওয়া উচিত।

শ্লোক ১৪

নায়মর্হতি বৈকুণ্ঠপাদমূলোপসর্পণম্ ।
সম্ভাবিতমতিঃ স্তব্ধঃ সাধুভিঃ পর্যুপাসিতম্ ॥ ১৪ ॥

ন—না; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **অর্হতি**—যোগ্য; **বৈকুণ্ঠ-পাদ-মূল-উপসর্পণম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের; **সম্ভাবিত-মতিঃ**—নিজেকে অত্যন্ত মহৎ বলে মনে করে; **স্তব্ধঃ**—দুর্বিনীত; **সাধুভিঃ**—মহাত্মাদের দ্বারা; **পর্যুপাসিতম্**—পূজনীয়।

অনুবাদ

এই ব্যক্তি তার সাফল্যের গর্বে গর্বিত হয়ে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করছে। সে সাধুদের দ্বারা পূজিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের অযোগ্য, কারণ সে দুর্বিনীত এবং অহঙ্কারে মত্ত।

তাৎপর্য

ভক্ত যদি নিজেকে ভক্তিমার্গে অত্যন্ত উন্নত বলে মনে করে গর্বোদ্ধত হয়, তা হলে সে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে অবস্থান করার অযোগ্য হয়। পুনরায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই উপদেশ স্মরণ রাখা উচিত—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"নিজেকে পথের পাশে পড়ে থাকা তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করে এবং বৃক্ষের থেকেও সহিষ্ণু হয়ে সর্বতোভাবে অভিমানশূন্য হওয়া উচিত এবং অন্যদের

সমস্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, অত্যন্ত বিনীতভাব অবলম্বন করা উচিত। মন এইভাবে নির্মল হলেই কেবল নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা যায়।" বিনীত এবং নম্র না হলে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অবস্থান করার যোগ্য হওয়া যায় না।

শ্লোক ১৫

অতঃ পাপীয়সীং যোনিমাসুরীং যাহি দুর্মতে ।
যথেহ ভূয়ো মহতাং ন কর্তা পুত্র কিলিষ্বম্ ॥ ১৫ ॥

অতঃ—অতএব; **পাপীয়সীম্**—অত্যন্ত পাপী; **যোনিম্**—যোনির; **আসুরীম্**—আসুরিক; **যাহি**—যাও; **দুর্মতে**—হে গর্বোদ্ধত; **যথা**—যাতে; **ইহ**—এই সংসারে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **মহতাম্**—মহাপুরুষদের; **ন**—না; **কর্তা**—করবে; **পুত্র**—হে পুত্র; **কিলিষ্বম্**—কোন অপরাধ।

অনুবাদ

হে উদ্ধত পুত্র, এখন তুমি পাপপূর্ণ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ কর, যাতে ভবিষ্যতে আর এই সংসারে সাধুদের প্রতি এই প্রকার অপরাধ না কর।

তাৎপর্য

বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে যাতে কখনও অপরাধ না হয়, সেই জন্য অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত, এবং শিব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব-অপরাধকে *হাতী মাতা* বলে বর্ণনা করেছেন। মত্ত হস্তী যখন সুন্দর বাগানে প্রবেশ করে, তখন সে সমস্ত বাগানটিকে তচনচ করে দেয়। তেমনই কেউ যদি বৈষ্ণবের চরণ-কমলে অপরাধ করে, তা হলে সেই অপরাধ মত্ত হস্তীর মতো ভক্তিলতাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং তার ফলে তার পারমার্থিক উন্নতি সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে যায়। অতএব বৈষ্ণবের চরণ-কমলে যাতে অপরাধ না হয়, সেই জন্য অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত।

মাতা পার্বতী চিত্রকেতুকে দণ্ড দিয়ে ঠিকই করেছিলেন, কারণ চিত্রকেতু পরম পিতা মহাদেবকে ধৃষ্টতাপূর্বক অপমান করেছিলেন, যিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সমস্ত বদ্ধ জীবের পিতা। দুর্গা দেবীকে বলা হয় মাতা এবং শিবকে বলা হয় পিতা। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অন্যের সমালোচনা না করে, শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। সেটিই সব চাইতে নিরাপদ অবস্থা। তা না হলে যদি অন্যদের সমালোচনা করার প্রবণতা থাকে, তা হলে বৈষ্ণবের সমালোচনা করে মহা অপরাধ হয়ে যেতে পারে।

চিত্রকেতু যেহেতু বৈষ্ণব ছিলেন, সেই জন্য পার্বতী দেবীর এইভাবে অভিশাপ দেওয়ার ফলে তিনি নিশ্চয়ই আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তাই পার্বতী দেবী তাঁকে পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন। সকলেই মা দুর্গার পুত্র, কিন্তু তিনি কোনও সাধারণ মাতা নন। কোনও অসুর যখন অন্যায় আচরণ করে, মা দুর্গা তখনই সেই অসুরকে দণ্ডদান করেন যাতে সে চেতনা ফিরে পায়। সেই কথা বিশ্লেষণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যতে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।" শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর ভক্তেরও শরণাগত হওয়া, কারণ ভক্তের উপযুক্ত দাস না হলে শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত দাস হওয়া যায় না। *ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পাএাছে কেবা*—শ্রীকৃষ্ণের সেবকের সেবা না করে, কখনও শ্রীকৃষ্ণের সেবক হওয়া যায় না। তাই মা পার্বতী, ঠিক একজন মা তাঁর দুষ্টু ছেলেকে যেভাবে শাসন করেন, সেইভাবে শাসন করে বলেছেন, "হে পুত্র, আমি তোমাকে দণ্ড দিচ্ছি যাতে তুমি ভবিষ্যতে আর কখনও এভাবে আচরণ না কর।" সন্তানকে শাসন করার মায়ের এই প্রবণতা মা যশোদার মধ্যেও দেখা যায়, যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতারূপে কৃষ্ণকে বেঁধে তাঁকে দণ্ড দেখিয়ে শাসন করেছিলেন। মায়ের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর প্রিয় পুত্রকে শাসন করা, এমন কি পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রেও। এখানে বুঝতে হবে যে, মা দুর্গা চিত্রকেতুকে শাসন করে ঠিকই করেছিলেন। চিত্রকেতুর পক্ষে এই শাসন একটি আশীর্বাদ হয়েছিল, কারণ বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ করার পর তিনি সরাসরিভাবে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

শ্রীশুক উবাচ
এবং শপ্তশ্চিত্রকেতুর্বিমানাদবরুহ্য সঃ ।
প্রসাদয়ামাস সতীং মূর্ধ্না নম্রেণ ভারত ॥ ১৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **শপ্তঃ**—অভিশপ্ত হয়ে; **চিত্রকেতুঃ**—রাজা চিত্রকেতু; **বিমানাৎ**—তাঁর বিমান থেকে; **অবরুহ্য**—

অবতরণ করে; **সঃ**—তিনি; **প্রসাদয়াম্ আস**—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়েছিলেন; **সতীম্**—পার্বতীকে; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **নম্রেণ**—প্রণত হয়ে; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে পার্বতী কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে মহারাজ চিত্রকেতু তাঁর বিমান থেকে অবতরণ করে অত্যন্ত বিনীতভাবে পার্বতীকে প্রণাম করেছিলেন এবং তার ফলে পার্বতী দেবী পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭

চিত্রকেতুরুবাচ

প্রতিগৃহ্ণামি তে শাপমাত্মনোঽঞ্জলিনাম্বিকে ।
দৈবৈর্মর্ত্যায় যৎ প্রোক্তং পূর্বদিষ্টং হি তস্য তৎ ॥ ১৭ ॥

চিত্রকেতুঃ উবাচ—রাজা চিত্রকেতু বললেন; **প্রতিগৃহ্ণামি**—আমি গ্রহণ করি; **তে**—আপনার; **শাপম্**—অভিশাপ; **আত্মনঃ**—আমার নিজের; **অঞ্জলিনা**—অঞ্জলির দ্বারা; **অম্বিকে**—হে মাতঃ; **দৈবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **মর্ত্যায়**—মানুষদের; **যৎ**—যা; **প্রোক্তম্**—নির্দিষ্ট; **পূর্বদিষ্টম্**—পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তস্য**—তার; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

চিত্রকেতু বললেন—হে মাতঃ, আপনি যে আমাকে অভিশাপ প্রদান করলেন, তা আমি আমার অঞ্জলির দ্বারা গ্রহণ করছি। এই অভিশাপে আমি বিচলিত নই, কারণ মানুষকে তার পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে দেবতারা সুখ বা দুঃখ প্রদান করেন।

তাৎপর্য

যেহেতু চিত্রকেতু ছিলেন ভগবানের ভক্ত, তাই পার্বতীর অভিশাপে তিনি একটুও বিচলিত হননি। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, সুখ অথবা দুঃখ পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ দৈবনেত্রের দ্বারা বা ভগবানের প্রতিনিধির দ্বারা নির্ধারিত হয়। তিনি জানতেন যে, তিনি শিব বা পার্বতীর চরণে কোন অপরাধ করেননি তবুও তিনি

দণ্ডিত হয়েছেন, অতএব তাঁর সেই দণ্ড পূর্বনির্ধারিত ছিল। তাই রাজা তাতে কিছু মনে করেননি। ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই এত বিনীত এবং নম্র যে, জীবনের যে কোন অবস্থাকেই তিনি ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮)। ভক্ত সর্বদাই যে কোন দণ্ডকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন। কেউ যদি এই প্রকার চেতনায় থাকেন, তা হলে তিনি সমস্ত প্রতিকূলতাগুলিকে তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল বলে মনে করেন, এবং তাই তিনি কখনও কাউকে দোষারোপ করেন না, পক্ষান্তরে তিনি তাঁর দুঃখকষ্টের দ্বারা নির্মল হওয়ার ফলে ভগবানের প্রতি অধিক আসক্ত হন। তাই দুঃখকষ্ট পবিত্র হওয়ারই উপায় স্বরূপ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিনি তাঁর কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করেছেন এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন, তাঁকে কর্মের প্রভাবে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয় না। বস্তুত তিনি কর্মের অতীত। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্*—ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করার ফলে ভক্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত। সেই তত্ত্ব *ভগবদ্গীতাতেও* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে, *স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*—যিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, তিনি ইতিমধ্যেই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন, এবং তার ফলে তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অবস্থিত। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১/২/২১) বলা হয়েছে, *ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি*—ভগবৎ-প্রেমের স্তর লাভ করার পূর্বে ভক্ত সমস্ত কর্মফল থেকে মুক্ত হয়ে যান।

ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। তাই ভক্তকে কোন অবস্থাতেই কর্মফল ভোগ করতে হয় না। ভক্ত কখনও স্বর্গলোকের অভিলাষ করেন না। স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক ভক্তের কাছে সমান, কারণ তিনি জড় জগতের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে ভগবানের সঙ্গ লাভেরই কেবল আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁর হৃদয়ে এই অভিলাষ এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, তিনি তাঁর জীবনের জড়-জাগতিক পরিবর্তনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, মহারাজ চিত্রকেতু পার্বতীর অভিশাপকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করেছিলেন। ভগবান চেয়েছিলেন চিত্রকেতু যেন যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর কাছে ফিরে আসেন, এবং তাই তিনি তাঁর পূর্বকৃত কর্মের সমস্ত ফল সমাপ্ত করে দিয়েছিলেন। সর্বান্তর্যামী ভগবান, চিত্রকেতুর সমস্ত কর্মফল সমাপ্ত করার জন্য পার্বতীর হৃদয় থেকে তাঁকে অভিশাপ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এইভাবে চিত্রকেতু তাঁর পরবর্তী জীবনে বৃত্রাসুর হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

সংসারচক্র এতস্মিন্ জন্তুরজ্ঞানমোহিতঃ ।
ভ্রাম্যন্ সুখং চ দুঃখং চ ভুঙ্‌ক্তে সর্বত্র সর্বদা ॥ ১৮ ॥

সংসার-চক্রে—সংসার-চক্রে; **এতস্মিন্**—এই; **জন্তুঃ**—জীব; **অজ্ঞান-মোহিতঃ**—অজ্ঞানের দ্বারা মোহিত হয়ে; **ভ্রাম্যন্**—ভ্রমণ করতে করতে; **সুখম্**—সুখ; **চ**—এবং; **দুঃখম্**—দুঃখ; **চ**—ও; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করেন; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সর্বদা**—সর্বদা।

অনুবাদ

অবিদ্যার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন জীব সংসাররূপ অরণ্যে, তার পূর্বকৃত কর্মের ফলে সর্বত্র সর্বদা সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। (অতএব, হে মাতঃ, এই শাপ প্রদান সম্বন্ধে আমার বা আপনার কোন দোষ নেই।)

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ জীব সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। সর্বত্র, সর্বদা ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে সে তার পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে। তা সম্পাদিত হয় প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা, কিন্তু মূর্খতাবশত সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। কর্মচক্র থেকে মুক্ত হতে হলে, ভক্তিমার্গ বা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। সেটিই একমাত্র উপায়। *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।*

শ্লোক ১৯

নৈবাত্মা ন পরশ্চাপি কর্তা স্যাৎ সুখদুঃখয়োঃ ।
কর্তারং মন্যতেঽত্রাজ্ঞ আত্মানং পরমেব চ ॥ ১৯ ॥

ন—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মা**—আত্মা; **ন**—না; **পরঃ**—অন্য কেউ (শত্রু বা মিত্র); **চ**—ও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **কর্তা**—কর্তা; **স্যাৎ**—হতে পারে; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখের; **কর্তারম্**—কর্তা; **মন্যতে**—মনে করে; **অত্র**—এই সম্পর্কে; **অজ্ঞঃ**—বাস্তব সত্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি; **আত্মানম্**—নিজেকে; **পরম্**—অন্য; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও।

অনুবাদ

এই সংসারে স্বয়ং বা শত্রু-মিত্র প্রভৃতি অন্য কেউই সুখ-দুঃখের কর্তা নয়। কিন্তু যারা অজ্ঞ তারা নিজেকে এবং অন্যকে এই সুখ-দুঃখের কর্তা বলে মনে করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অজ্ঞ শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জড় জগতে সমস্ত জীবেরাই বিভিন্ন মাত্রায় অজ্ঞ। এই অজ্ঞান জড়া প্রকৃতিজাত তমোগুণে অত্যন্ত প্রবলভাবে থাকে। তাই মানুষের কর্তব্য তার চরিত্র এবং আচরণের দ্বারা সত্ত্বগুণে উন্নীত হয়ে, তারপর ধীরে ধীরে দিব্য স্তরে বা অধোক্ষজ স্তরে উন্নীত হওয়া, যেই স্তরে তিনি নিজের এবং অন্যের উভয়ের স্থিতিই উপলব্ধি করতে পারেন। সব কিছুই সম্পাদিত হয় ভগবানের অধ্যক্ষতায়। যেই বিধির দ্বারা কর্মফল নিশ্চিত হয় তাকে বলা হয় *নিয়তম্*, বা সর্বদা কার্যশীল।

শ্লোক ২০

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কো ন্বনুগ্রহঃ ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখমেব বা ॥ ২০ ॥

গুণ-প্রবাহে—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রবাহে; **এতস্মিন্**—এই; **কঃ**—কি; **শাপঃ**—অভিশাপ; **কঃ**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **কঃ**—কি; **স্বর্গঃ**—স্বর্গ; **নরকঃ**—নরক; **কঃ**—কি; **বা**—অথবা; **কিম্**—কি; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

এই সংসার মায়াময় গুণপ্রবাহ-স্বরূপ। সুতরাং শাপই বা কি আর অনুগ্রহই বা কি? স্বর্গই বা কি আর নরকই বা কি? প্রকৃত সুখই বা কি আর দুঃখই বা

কি? কারণ তরঙ্গের মতো সেগুলি নিয়ত প্রবহমান। তাদের কোন বাস্তবিক সত্তা নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—*(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে', খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই। (জীব) কৃষ্ণদাস, এই বিশ্বাস, করলে ত' আর দুঃখ নাই।* শ্রীকৃষ্ণ চান, আমরা যেন অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে কেবল তাঁর শরণাগত হই। আমরা যদি তা করি, তা হলে এই সংসারের কার্য-কারণ আমাদের কি করতে পারবে? শরণাগত আত্মার কাছে কার্য-কারণ বলে কিছু নেই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, জড় জগতে পতিত হওয়া লবণের খনিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো। কেউ যদি লবণের খনিতে পতিত হয়, তা হলে সে কেবল লবণই আস্বাদন করবে। তেমনই, এই জড় জগৎ দুঃখময়। এখানকার তথাকথিত সুখও দুঃখময়, কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে জীব সেই কথা বুঝতে পারে না। সেটিই বদ্ধ জীবের অবস্থা। কেউ যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে কৃষ্ণভক্ত হন, তখন তিনি আর এই জড় জগতের বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা বিচলিত হন না। তখন সুখ অথবা দুঃখ, অভিশাপ অথবা অনুগ্রহ, স্বর্গ অথবা নরক তাঁর কাছে একাকার হয়ে যায়। তিনি তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না।

শ্লোক ২১

একঃ সৃজতি ভূতানি ভগবানাত্মমায়য়া ।
এষাং বন্ধং চ মোক্ষং চ সুখং দুঃখং চ নিষ্কলঃ ॥ ২১ ॥

একঃ—এক; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **ভূতানি**—বিভিন্ন প্রকার জীবদের; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা; **এষাম্**—সমস্ত বদ্ধ জীবদের; **বন্ধম্**—বদ্ধ জীবন; **চ**—এবং; **মোক্ষম্**—মুক্তি; **চ**—ও; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখ; **চ**—এবং; **নিষ্কলঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান এক। জড়া প্রকৃতির পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তিনি তাঁর মায়ার দ্বারা প্রাণীদের সৃষ্টি করেন। মায়ার দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে তারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কখনও কখনও

জ্ঞানের প্রভাবে জীব মুক্ত হয়। সত্ত্বগুণে তারা সুখভোগ করে এবং রজোগুণে দুঃখভোগ করে।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন হতে পারে জীবাত্মা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কেন থাকে এবং কে তা আয়োজন করে। তার উত্তর হচ্ছে যে, অন্য কারও সহায়তা ব্যতীত ভগবানই তা করেছেন। ভগবানের নিজের শক্তি রয়েছে (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*), এবং তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তি, যা জড় জগৎ সৃষ্টি করে এবং ভগবানের অধ্যক্ষতায় বদ্ধ জীবদের জন্য বিভিন্ন প্রকার সুখ-দুঃখের আয়োজন করে। জড় জগৎ ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ। সত্ত্বগুণের দ্বারা ভগবান এই জড় জগৎকে পালন করেন, রজোগুণের দ্বারা তিনি তা সৃষ্টি করেন এবং তমোগুণের দ্বারা তিনি তা সংহার করেন। বিভিন্ন প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করার পর, গুণের সঙ্গ প্রভাবে তারা সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। তারা যখন সত্ত্বগুণে থাকে, তখন তারা সুখভোগ করে, যখন তারা রজোগুণে থাকে, তখন তারা দুঃখভোগ করে আর যখন তারা তমোগুণে থাকে, তখন তাদের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের কোন বোধ থাকে না।

শ্লোক ২২

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ প্রতীপো
ন জ্ঞাতিবন্ধুর্ন পরো ন চ স্বঃ ।
সমস্য সর্বত্র নিরঞ্জনস্য
সুখে ন রাগঃ কুত এব রোষঃ ॥ ২২ ॥

ন—না; **তস্য**—তাঁর (ভগবানের); **কশ্চিৎ**—কেউ; **দয়িতঃ**—প্রিয়; **প্রতীপঃ**—অপ্রিয়; **ন**—না; **জ্ঞাতি**—আত্মীয়; **বন্ধুঃ**—বন্ধু; **ন**—না; **পরঃ**—অন্য; **ন**—না; **চ**—ও; **স্বঃ**—নিজের; **সমস্য**—সমান; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **নিরঞ্জনস্য**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে; **সুখে**—সুখে; **ন**—না; **রাগঃ**—আসক্তি; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **রোষঃ**—ক্রোধ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। তাই কেউই তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয়, জ্ঞাতি বা বন্ধু এবং পর বা আত্মীয় নয়। জড়া প্রকৃতির প্রতি আসক্তি-

রহিত হওয়ার ফলে তাঁর তথাকথিত সুখের প্রতি অনুরাগ অথবা দুঃখের প্রতি রোষ নেই। সুখ এবং দুঃখ উভয়ই আপেক্ষিক। ভগবান যেহেতু সর্বদা আনন্দময়, তাই তাঁর দুঃখের কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্লোক ২৩

তথাপি তচ্ছক্তিবিসর্গ এষাং
সুখায় দুঃখায় হিতাহিতায় ।
বন্ধায় মোক্ষায় চ মৃত্যুজন্মনোঃ
শরীরিণাং সংসৃতয়েঽবকল্পতে ॥ ২৩ ॥

তথাপি—তবুও; **তৎ-শক্তি**—ভগবানের শক্তি; **বিসর্গঃ**—সৃষ্টি; **এষাম্**—এই সমস্ত (বদ্ধ জীবদের); **সুখায়**—সুখের জন্য; **দুঃখায়**—দুঃখের জন্য; **হিত-অহিতায়**—লাভ এবং ক্ষতির জন্য; **বন্ধায়**—বন্ধনের জন্য; **মোক্ষায়**—মুক্তির জন্য; **চ**—ও; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **জন্মনোঃ**—জন্মের; **শরীরিণাম্**—যারা জড় শরীর ধারণ করেছে তাদের; **সংসৃতয়ে**—সংসারে; **অবকল্পতে**—কর্ম করে।

অনুবাদ

ভগবান যদিও আমাদের কর্মফল অনুসারে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখের প্রতি অনাসক্ত, এবং যদিও কেউই তাঁর শত্রু নয় অথবা বন্ধু নয়, তবু তিনি তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা পাপ-পুণ্য প্রভৃতি কর্ম সৃষ্টি করে সুখ এবং দুঃখ, মঙ্গল এবং অমঙ্গল, বন্ধন এবং মুক্তি, জন্ম এবং মৃত্যুরূপ সংসারের কারণ হন।

তাৎপর্য

ভগবান যদিও সব কিছুর মূল কর্তা, তবু তাঁর চিন্ময় স্থিতিতে তিনি জীবের সুখ এবং দুঃখ অথবা বন্ধন এবং মুক্তির জন্য দায়ী নন। বদ্ধ জীব তার সকাম কর্মের ফলস্বরূপ সেগুলি প্রাপ্ত হয়। বিচারকের আদেশে কেউ কারাগার থেকে মুক্ত হয় আবার অন্য কেউ কারারুদ্ধ হয়, কিন্তু বিচারক সেজন্য দায়ী নন। বিভিন্ন মানুষ তাদের কর্ম অনুসারে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। সরকার যদিও রাষ্ট্রের চরম অধ্যক্ষ, কিন্তু বিচার নিষ্পন্ন হয় সরকারের বিশেষ বিভাগের দ্বারা, এবং সরকার বিচারের জন্য দায়ী নন। তাই সরকার সমস্ত নাগরিকদের প্রতি সমভাবাপন্ন। তেমনই ভগবান সকলের ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ, তবে আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার

জন্য তাঁর বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, যা জীবের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে যে, সূর্য-কিরণের প্রভাবে পদ্মফুল বিকশিত হয় এবং বন্ধ হয়ে যায়, এবং তার ফলে ভ্রমরেরা সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করে, কিন্তু ভ্রমরের সুখ-দুঃখের জন্য সূর্যকিরণ অথবা সূর্যমণ্ডল দায়ী নয়।

শ্লোক ২৪

অথ প্রসাদয়ে ন ত্বাং শাপমোক্ষায় ভামিনি ।
যন্মন্যসে হ্যসাধূক্তং মম তৎ ক্ষম্যতাং সতি ॥ ২৪ ॥

অথ—অতএব; **প্রসাদয়ে**—প্রসন্ন করার চেষ্টা করছি; **ন**—না; **ত্বাম্**—আপনি; **শাপ-মোক্ষায়**—আপনার শাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য; **ভামিনি**—হে ক্রুদ্ধা; **যৎ**—যা; **মন্যসে**—মনে করেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসাধু-উক্তম্**—অসঙ্গত বাক্য; **মম**—আমার; **তৎ**—তা; **ক্ষম্যতাম্**—ক্ষমা করুন; **সতি**—হে সতী।

অনুবাদ

হে মাতঃ, আপনি আমার প্রতি অনর্থক ক্রুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু যেহেতু আমার সমস্ত সুখ এবং দুঃখ আমার পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, তাই আমি শাপমুক্তির জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করছি না। আমার বাক্য সঙ্গত হলেও আপনি যে তা অসঙ্গত বলে মনে করছেন, সেই জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

তৎপর্য

চিত্রকেতু ভালভাবেই জানতেন যে, প্রকৃতির নিয়মে কর্মের ফল লাভ হয়, তাই তিনি পার্বতীর শাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা করেননি। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, কারণ তাঁর বাক্য সমীচীন হলেও তিনি তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। স্বাভাবিক শিষ্টাচার অনুসারে তিনি পার্বতীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

শ্রীশুক উবাচ

ইতি প্রসাদ্য গিরিশৌ চিত্রকেতুররিন্দম ।
জগাম স্ববিমানেন পশ্যতোঃ স্ময়তোস্তয়োঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **প্রসাদ্য**—প্রসন্ন করে; **গিরিশৌ**—মহেশ্বর শিব এবং তাঁর পত্নী পার্বতী; **চিত্রকেতুঃ**—রাজা চিত্রকেতু; **অরিন্দম্**—হে শত্রুনিসূদন মহারাজ পরীক্ষিৎ; **জগাম**—চলে গিয়েছিলেন; **স্ব-বিমানেন**—তাঁর বিমানের দ্বারা; **পশ্যতোঃ**—দেখছিলেন; **স্ময়তোঃ**—হাসছিলেন; **তয়োঃ**—মহেশ্বর শিব এবং পার্বতী।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে অরিনিসূদন মহারাজ পরীক্ষিৎ, শিব এবং পার্বতীকে সন্তুষ্ট করে চিত্রকেতু তাঁর বিমানে আরোহণপূর্বক তাঁদের সমক্ষে সেখান থেকে চলে গেলেন। শিব এবং পার্বতী যখন দেখলেন যে, শাপ শ্রবণ করা সত্ত্বেও চিত্রকেতু ভীত হলেন না, তখন তাঁর আচরণে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁরা হেসেছিলেন।

শ্লোক ২৬

ততস্তু ভগবান্ রুদ্রো রুদ্রাণীমিদমব্রবীৎ ।
দেবর্ষিদৈত্যসিদ্ধানাং পার্ষদানাং চ শৃণ্বতাম্ ॥ ২৬ ॥

ততঃ—তারপর; **তু**—তখন; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **রুদ্রঃ**—শিব; **রুদ্রাণীম্**—তাঁর পত্নী পার্বতীকে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **দেবর্ষি**—দেবর্ষি নারদ; **দৈত্য**—দৈত্য; **সিদ্ধানাম্**—এবং সিদ্ধদের; **পার্ষদানাম্**—তাঁর পার্ষদদের; **চ**—ও; **শৃণ্বতাম্**—শুনছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, দেবর্ষি নারদ, দৈত্য, সিদ্ধ এবং পার্ষদদের সমক্ষে পরম শক্তিমান শিব তাঁর পত্নী পার্বতীকে বলেছিলেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীরুদ্র উবাচ

দৃষ্টবত্যসি সুশ্রোণি হরেরদ্ভুতকর্মণঃ ।
মাহাত্ম্যং ভৃত্যভৃত্যানাং নিঃস্পৃহাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রী-রুদ্রঃ উবাচ—শ্রীরুদ্রদেব বললেন; **দৃষ্টবতী-অসি**—তুমি দেখেছ; **সুশ্রোণি**—হে সুন্দরী পার্বতী; **হরেঃ**—ভগবানের; **অদ্ভুত-কর্মণঃ**—যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত; **মাহাত্ম্যম্**—মাহাত্ম্য; **ভৃত্য-ভৃত্যানাম্**—দাসের অনুদাস; **নিস্পৃহাণাম্**—বিষয়সুখে নিস্পৃহ; **মহাত্মনাম্**—মহাত্মাগণ।

অনুবাদ

শ্রীরুদ্রদেব বললেন—হে সুন্দরী পার্বতী, তুমি বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য দর্শন করলে তো? ভগবান শ্রীহরির দাসানুদাস হওয়ার ফলে তাঁরা যথার্থই মহাত্মা এবং তাঁরা বিষয়সুখে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

তাৎপর্য

রুদ্রদেব তাঁর পত্নী পার্বতীকে বলেছিলেন, "হে পার্বতী, তোমার দৈহিক সৌন্দর্যে তুমি অত্যন্ত সুন্দরী। তুমি অবশ্যই যশস্বী, কিন্তু ভগবানের দাসানুদাস ভক্তদের সৌন্দর্য এবং মহিমার সঙ্গে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।" রুদ্রদেব যখন তাঁর পত্নীর সঙ্গে এইভাবে পরিহাস করছিলেন তখন তিনি হেসেছিলেন, কারণ ভক্ত ছাড়া অন্য কেউ এইভাবে বলতে পারেন না। শিব বলেছিলেন, "ভগবানের কার্যকলাপ মহান, এবং তাঁর ভক্ত চিত্রকেতুর উপর তাঁর বিচিত্র প্রভাব তার একটি দৃষ্টান্ত। দেখ, যদিও তুমি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছ, তবু তিনি একটুও ভীত হননি বা বিষণ্ণ হননি। পক্ষান্তরে, তিনি তোমাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, তোমাকে মা বলে সম্বোধন করেছেন এবং নিজেকে দোষী বলে মনে করে তোমার শাপ গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর প্রতিবিধানের জন্য কোন কিছু বলেননি। এটিই ভক্তের মাহাত্ম্য। বিনীতভাবে তোমার শাপ সহ্য করে তিনি তোমার সৌন্দর্য এবং অভিশাপ দেওয়ার ক্ষমতার মহিমা অতিক্রম করেছেন। আমি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে বলতে পারি, চিত্রকেতু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার প্রভাবে তোমাকে এবং তোমার মহিমাকে পরাজিত করেছেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *তরোরপি সহিষ্ণুনা*। একটি বৃক্ষের মতো, ভক্ত সমস্ত অভিশাপ এবং প্রতিকূলতা সহ্য করতে পারেন। এটিই ভক্তের মহিমা। পরোক্ষভাবে চিত্রকেতুর মতো ভক্তকে অভিশাপ দিতে পার্বতীকে শিব নিষেধ করেছিলেন। তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন যে, পার্বতী অত্যন্ত শক্তিশালিনী হলেও, রাজা তাঁর শক্তি প্রদর্শন না করেই, কেবল পার্বতীর শক্তিকে সহ্য করার মাধ্যমে তাঁকে পরাজিত করেছেন।

শ্লোক ২৮

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২৮ ॥

নারায়ণ-পরাঃ—কেবল ভগবান নারায়ণের সেবায় আগ্রহশীল শুদ্ধ ভক্ত; **সর্বে**—সমস্ত; **ন**—না; **কুতশ্চন**—কোথাও; **বিভ্যতি**—ভীত হন; **স্বর্গ**—স্বর্গলোকে; **অপবর্গ**—মুক্তিতে; **নরকেষু**—এবং নরকে; **অপি**—ও; **তুল্য**—সমান; **অর্থ**—মূল্য; **দর্শিনঃ**—দর্শন করেন।

অনুবাদ

ভগবান নারায়ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত ভক্তেরা কখনও জীবনের কোন অবস্থা থেকেই ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক সমান, কারণ এই প্রকার ভক্তেরা কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহশীল।

তাৎপর্য

পার্বতী হয়তো স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন, ভক্তেরা এত মহৎ হন কি করে। তাই এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, তাঁরা *নারায়ণপর,* তাঁরা কেবল নারায়ণের উপর নির্ভর করেন। তাঁরা জীবনের ব্যর্থতায় কখনও বিচলিত হন না, কারণ নারায়ণের সেবায় তাঁরা সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করার শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁরা স্বর্গে থাকেন অথবা নরকে থাকেন তাতে তাঁদের কিছু যায় আসে না; তাঁরা কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকতে চান। সেটিই তাঁদের মহিমা। *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*—তাঁরা অনুকূলভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, এবং তাই তাঁরা মহান। *ভৃত্যভৃত্যানাম্* শব্দটির দ্বারা মহাদেব ইঙ্গিত করেছেন যে, চিত্রকেতু যদিও সহনশীলতা এবং মাহাত্ম্যের একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু যে সমস্ত ভক্তেরা নিত্য দাসরূপে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তারা সকলেই মহান। তাঁরা স্বর্গসুখ ভোগে আগ্রহী নন, মুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভে আগ্রহী নন, এই সমস্ত লাভের প্রতি তাঁরা নিস্পৃহ। তাঁরা কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহী।

শ্লোক ২৯

দেহিনাং দেহসংযোগাদ্ দ্বন্দ্বানীশ্বরলীলয়া ।
সুখং দুঃখং মৃতির্জন্ম শাপোঽনুগ্রহ এব চ ॥ ২৯ ॥

দেহিনাম্—জীবদের; **দেহ-সংযোগাৎ**—জড় দেহের সম্পর্কের ফলে; **দ্বন্দ্বানি**—দ্বন্দ্ব; **ঈশ্বর-লীলয়া**—ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখ; **মৃতিঃ**—মৃত্যু; **জন্ম**—জন্ম; **শাপঃ**—অভিশাপ; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভগবানের মায়ার প্রভাবেই জীব জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, অভিশাপ-অনুগ্রহ, এই সমস্ত দ্বন্দ্বভাব জড় জগতের সঙ্গে সংস্পর্শের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় আমরা দেখতে পাই, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—জড়া প্রকৃতি ভগবানের মায়াশক্তি দুর্গাদেবীর অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হয়, কিন্তু তিনি ভগবানের নির্দেশনায় কার্য করেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতাতেও* (৫/৪৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

দুর্গা বা পার্বতীদেবী হচ্ছেন শিবের পত্নী, তিনি অত্যন্ত শক্তিশালিনী। তিনি তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে সৃষ্টি করতে পারেন, পালন করতে পারেন এবং সংহার করতে পারেন, কিন্তু তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশনায় কার্য করেন, স্বতন্ত্রভাবে নয়। শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষ, কিন্তু যেহেতু এই জড় জগৎ দ্বৈতভাব সমন্বিত, তাই সুখ-দুঃখ, অভিশাপ, অনুগ্রহ, ইত্যাদি আপেক্ষিক পদগুলি ভগবানের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা *নারায়ণপর* শুদ্ধ ভক্ত নন, তাঁরা জড় জগতের দ্বৈতভাবের দ্বারা বিচলিত হতে বাধ্য, কিন্তু কেবলমাত্র ভগবানের সেবায় আসক্ত ভগবদ্ভক্তেরা কখনই সেগুলির দ্বারা বিচলিত হন না। যেমন, হরিদাস ঠাকুরকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাতে একটুও বিচলিত হননি; পক্ষান্তরে তিনি হাসিমুখে সেই প্রহার সহ্য করেছিলেন। জড় জগতের দ্বৈতভাব ভক্তদের একটুও বিচলিত করতে পারে না। যেহেতু তাঁরা তাঁদের মন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ করেন এবং ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনে একাগ্র করেন, তাই তাঁরা এই জড় জগতের দ্বন্দ্বভাব-জনিত তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ অনুভব করেন না।

শ্লোক ৩০

অবিবেককৃতঃ পুংসো হ্যর্থভেদ ইবাত্মনি ।
গুণদোষবিকল্পশ্চ ভিদেব স্রজিবৎকৃতঃ ॥ ৩০ ॥

অবিবেক-কৃতঃ—অজ্ঞানতা-বশত কৃত; **পুংসঃ**—জীবের; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অর্থ-ভেদঃ**—ভিন্ন অর্থ; **ইব**—সদৃশ; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **গুণ-দোষ**—গুণ এবং দোষের; **বিকল্পঃ**—কল্পনা; **চ**—এবং; **ভিৎ**—পার্থক্য; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **স্রজি**—মালায়; **বৎ**—সদৃশ; **কৃতঃ**—করা হয়।

অনুবাদ

ভ্রান্তিবশত যেমন একটি ফুলের মালাকে সর্প বলে মনে হয়, অথবা স্বপ্নে সুখ-দুঃখের অনুভব হয়, তেমনই, এই জড় জগতে অবিবেক-বশত সুখ এবং দুঃখকে ভাল এবং মন্দ বলে মনে করে তাদের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করা হয়।

তাৎপর্য

দ্বৈতভাব সমন্বিত জড় জগতে সুখ এবং দুঃখ উভয়ই ভ্রান্ত ধারণা। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (অন্ত্য ৪/১৭৬) বলা হয়েছে—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম' ।
'এই ভাল, এই মন্দ,'—এই সব 'ভ্রম' ॥

দ্বৈতভাব সমন্বিত এই জড় জগতে সুখ এবং দুঃখের যে পার্থক্য তা কেবল মনের ভ্রম মাত্র, কারণ তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ প্রকৃতপক্ষে এক। সেগুলি স্বপ্নের সুখ-দুঃখের মতো। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ যে সুখ এবং দুঃখ সৃষ্টি করে, প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই।

এই শ্লোকে অন্য আর একটি উদাহরণ হচ্ছে ফুলের মালা যা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু পরিণত জ্ঞানের অভাবে তা সর্প বলে ভ্রম হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—*বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে*। এই জড় জগতে সকলেই শোচনীয় পরিস্থিতির ফলে দুর্দশাগ্রস্ত, কিন্তু শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলছেন যে, এই জগৎ সুখে পূর্ণ। তা কি করে সম্ভব? তার উত্তরে তিনি বলেছেন, *যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ*। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপার ফলেই কেবল ভগবদ্ভক্ত এই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে সুখ বলে মনে করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা প্রদর্শন

করেছেন যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে সর্বদা আনন্দমগ্ন থাকা যায়, তখন আর দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিরন্তর **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত। তা হলে জড় জগতের দ্বৈতভাব-জনিত কোন ক্লেশ আর থাকবে না। জীবনের যে কোন অবস্থাতেই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করে আনন্দে মগ্ন থাকা যায়।

স্বপ্নে আমরা কখনও কখনও পায়েস খাওয়ার সুখভোগ করি আবার কখনও কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে দুঃখভোগ করি। কিন্তু যেহেতু জাগ্রত অবস্থায় সেই একই মন এবং শরীর থাকে, তাই সংসারের তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ স্বপ্নদৃষ্ট সুখ এবং দুঃখেরই মতো। স্বপ্ন এবং জাগরণ উভয় অবস্থাতেই মনই হচ্ছে মাধ্যম, এবং সংকল্প ও বিকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে মন যা সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় মনোধর্ম।

শ্লোক ৩১

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্যাণাং ন হি কশ্চিদ্ ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥

বাসুদেবে—ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তিম্**—প্রেম এবং শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবা; **উদ্বহতাম্**—যাঁরা বহন করছেন; **নৃণাম্**—মানুষ; **জ্ঞান-বৈরাগ্য**—প্রকৃত জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের; **বীর্যাণাম্**—শক্তি সমন্বিত; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **কশ্চিৎ**—কোন কিছু; **ব্যপাশ্রয়ঃ**—আগ্রহ বা আশ্রয়রূপে।

অনুবাদ

যাঁরা ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবাসুদেবের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন এবং এই জড় জগতের প্রতি বিরক্ত হন। তাই তাঁরা এই জগতের তথাকথিত সুখ বা দুঃখের প্রতি আগ্রহশীল হন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবদ্ভক্ত এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে জল্পনা-কল্পনাকারী দার্শনিকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে। জড় জগতের অসত্যতা বা অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ভগবদ্ভক্তকে কখনও জ্ঞানের অনুশীলন করতে হয় না। বাসুদেবের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে এই জ্ঞান এবং বৈরাগ্য তাঁর মধ্যে আপনা থেকেই

প্রকাশিত হয়। এই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

যিনি বাসুদেবের প্রতি ঐকান্তিকভাবে ভক্তিপরায়ণ হয়েছেন, তিনি আপনা থেকেই এই জড় জগতের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারেন, এবং তার ফলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই অনাসক্ত হন। অতি উন্নত স্তরের জ্ঞানের প্রভাবেই এই অনাসক্তি সম্ভব হয়। মনোধর্মী দার্শনিকেরা জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা এই জড় জগতের অসত্যতা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন রকম পৃথক প্রচেষ্টা ব্যতীতই ভগবদ্ভক্ত আপনা থেকেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। মায়াবাদীরা তাদের তথাকথিত জ্ঞানের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তারা বাসুদেবকে জানে না (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*), তাই তারা দ্বৈতভাব সমন্বিত জগৎকেও জানতে পারে না, যা বাসুদেবের বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। তাই, তথাকথিত জ্ঞানীরা যদি বাসুদেবের শরণাগত না হয়, তা হলে তাদের কল্পনাপ্রসূত জ্ঞান চিরকাল অপূর্ণই থাকে। *যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ*। তারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে বলে মনে করে, কিন্তু যেহেতু তারা বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেনি, তাই তাদের জ্ঞান অবিশুদ্ধ। তারা যখন প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ হয়, তখন তারা বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়। তাই কেবল জল্পনা-কল্পনার দ্বারা বাসুদেবকে জানতে চেষ্টা করছে যে সমস্ত জ্ঞানীরা, তাদের থেকে অনেক সহজে ভগবদ্ভক্তেরা পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। মহাদেব সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ৩২

নাহং বিরিঞ্চো ন কুমারনারদৌ
ন ব্রহ্মপুত্রা মুনয়ঃ সুরেশাঃ ।
বিদাম যস্যেহিতমংশকাংশকা
ন তৎস্বরূপং পৃথগীশমানিনঃ ॥ ৩২ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি (শিব); **বিরিঞ্চঃ**—ব্রহ্মা; **ন**—না; **কুমার**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **নারদৌ**—দেবর্ষি নারদ; **ন**—না; **ব্রহ্ম-পুত্রাঃ**—ব্রহ্মার পুত্রগণ; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **সুর-ঈশাঃ**—সমস্ত মহান দেবতাগণ; **বিদাম**—জানে; **যস্য**—যাঁর; **ঈহিতম্**—

কার্যকলাপ; **অংশক-অংশকাঃ**—যাঁরা অংশের অংশ; **ন**—না; **তৎ**—তাঁর; **স্বরূপম্**—স্বরূপ; **পৃথক্**—ভিন্ন; **ঈশ**—ঈশ্বর; **মানিনঃ**—নিজেদের মনে করি।

অনুবাদ

আমি (শিব), ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নারদ আদি ব্রহ্মার পুত্র, ঋষিগণ এবং দেবতারা তাঁর অংশের অংশ হলেও, আমরা যদি স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমান করি, তা হলে তাঁর স্বরূপ বুঝতে সমর্থ হব না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) বলা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি। তিনি অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি এবং অনন্তরূপে প্রকাশিত, তবুও তাঁর আদি রূপে সেই পুরাণ পুরুষ সর্বদা নবযৌবন-সম্পন্ন। ভগবানের এই নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় রূপ বৈদিক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয়ে তা সর্বদা বিরাজমান।" শিব এখানে নিজেকে একজন অভক্ত বলে মনে করে বলেছেন যে তিনিও ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন না। ভগবান অনন্ত হওয়ার ফলে তাঁর অনন্ত রূপ রয়েছে। তাই, একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁকে জানা কি করে সম্ভব? শিব অবশ্যই কোন সাধারণ মানুষ নন, তবু তিনিও ভগবানকে জানতে অক্ষম। শিব একজন সাধারণ জীব নন, আবার তিনি বিষ্ণুতত্ত্বও নন। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের মধ্যবর্তী তত্ত্ব।

শ্লোক ৩৩

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা ।
আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সর্বভূতপ্রিয়ো হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য**—ভগবানের; **অস্তি**—রয়েছে; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ন**—না; **অপ্রিয়ঃ**—অপ্রিয়; **স্বঃ**—আপন; **পরঃ**—পর; **অপি**—ও;

বা—অথবা; **আত্মত্বাৎ**—আত্মার আত্মা হওয়ার ফলে; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **সর্বভূত**—সমস্ত জীবের; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

তিনি কাউকেই প্রিয় বা অপ্রিয় বলে মনে করেন না। কেউই তাঁর আপন বা পর নয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবের আত্মার আত্মা। তাই তিনি সমস্ত জীবের মঙ্গলময় বন্ধু এবং তাঁদের সকলের অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর দ্বিতীয় স্বরূপে সমস্ত জীবের পরমাত্মা। আত্মা যেমন সকলের অত্যন্ত প্রিয়, তাই পরমাত্মা আত্মার থেকেও অধিক প্রিয়। সর্বভূতে সমদর্শী পরমাত্মার কেউই শত্রু হতে পারে না। ভগবান এবং জীবের মধ্যে যে শত্রুতা বা মিত্রতার সম্পর্ক তা মায়ার প্রভাব। যেহেতু জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ ভগবান এবং জীবের সম্পর্কের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে, তাই এই সমস্ত বিভিন্ন সম্পর্কগুলি উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে জীব তার শুদ্ধ অবস্থায় সর্বদাই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, এবং ভগবানও তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। সেখানে পক্ষপাতিত্ব বা বৈরীভাবের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

শ্লোক ৩৪-৩৫

তস্য চায়ং মহাভাগশ্চিত্রকেতুঃ প্রিয়োঽনুগঃ ।
সর্বত্র সমদৃক্ শান্তো হ্যহং চৈবাচ্যুতপ্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
তস্মান্ন বিস্ময়ঃ কার্যঃ পুরুষেষু মহাত্মসু ।
মহাপুরুষভক্তেষু শান্তেষু সমদর্শিষু ॥ ৩৫ ॥

তস্য—তাঁর (ভগবানের); **চ**—এবং; **অয়ম্**—এই; **মহাভাগঃ**—পরম ভাগ্যবান; **চিত্রকেতুঃ**—রাজা চিত্রকেতু; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **অনুগঃ**—অত্যন্ত অনুগত সেবক; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সমদৃক্**—সমদর্শী; **শান্তঃ**—অত্যন্ত শান্ত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অহম্**—আমি; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অচ্যুত-প্রিয়ঃ**—অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়; **তস্মাৎ**—অতএব; **ন**—না; **বিস্ময়ঃ**—বিস্ময়; **কার্যঃ**—করণীয়; **পুরুষেষু**—পুরুষদের মধ্যে; **মহা-আত্মসু**—যাঁরা মহাত্মা; **মহা-পুরুষ-ভক্তেষু**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত; **শান্তেষু**—শান্ত; **সমদর্শিষু**—সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন।

অনুবাদ

এই উদারচিত্ত চিত্রকেতু ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী এবং রাগ-দ্বেষশূন্য। তেমনই, আমিও ভগবান নারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়। অতএব এই সমস্ত মহাত্মা মহাপুরুষ, ভক্ত, রাগ-দ্বেষ রহিত, সর্বভূতে সমদর্শী পুরুষের কার্য দর্শন করে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

তাৎপর্য

বলা হয় *বৈষ্ণবের ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়*—মুক্ত পুরুষ মহান বৈষ্ণবের কার্যকলাপ দর্শন করে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। ভগবানের কার্যকলাপ দর্শন করে যেমন ভুল বোঝা উচিত নয়, তেমনই তাঁর ভক্তের কার্যকলাপ দর্শন করেও ভুল বোঝা উচিত নয়। ভগবান এবং তাঁর ভক্ত উভয়েই মুক্ত। তাঁরা উভয়েই সমস্তরভুক্ত। তাঁদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য, ভগবান হচ্ছেন প্রভু এবং ভক্ত তাঁর সেবক। গুণগতভাবে তাঁরা এক। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) ভগবান বলেছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

"আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং অপ্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতই তাঁদের হৃদয়ে বাস করি।" ভগবানের এই উক্তিটি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভগবানের ভক্ত সর্বদাই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। প্রকৃতপক্ষে শিব পার্বতীকে বলেছিলেন, "চিত্রকেতু এবং আমি, আমরা দুজনেই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। অর্থাৎ, সে এবং আমি, আমরা দুজনেই ভগবানের সমস্তরের সেবক। আমরা পরস্পরের বন্ধু এবং আমরা কখনও কখনও পরস্পরের সঙ্গে পরিহাস করে আনন্দ উপভোগ করি। চিত্রকেতু যখন আমার আচরণ দেখে উচ্চস্বরে হেসেছিল, তখন সে তা বন্ধুভাবেই করেছিল, এবং তাই তাকে সেই জন্য অভিশাপ দেওয়ার কোন কারণ ছিল না।" এইভাবে শিব তাঁর পত্নী পার্বতীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে চিত্রকেতুকে অভিশাপ দেওয়া ঠিক হয়নি।

এটিই স্ত্রী এবং পুরুষের পার্থক্য, এই পার্থক্য উচ্চস্তরের অস্তিত্বেও দেখা যায়, এমন কি শিব এবং পার্বতীর মধ্যেও। শিব চিত্রকেতুকে খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু পার্বতী পারেননি। এইভাবে দেখা যায় যে উচ্চস্তরের জীবনেও পুরুষ এবং স্ত্রীর বোধশক্তির পার্থক্য রয়েছে। স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, স্ত্রীর বোধশক্তি পুরুষের থেকে সর্বদাই নিকৃষ্ট। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এখন

স্ত্রী এবং পুরুষদের সমান বলে মনে করার আন্দোলন চলছে, কিন্তু এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা সর্বদাই পুরুষদের থেকে কম বুদ্ধিমান।

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে চিত্রকেতু তাঁর বন্ধু শিবের আচরণের সমালোচনা করেছিলেন, কারণ শিব তাঁর পত্নীকে কোলে করে বসেছিলেন। আর শিবও চিত্রকেতুর সমালোচনা করতে চেয়েছিলেন, কারণ বাহ্যিকভাবে একজন মহান ভক্তের ভাব দেখালেও তিনি বিদ্যাধরী রমণীদের সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলেন। এগুলি বন্ধুসুলভ হাস্য পরিহাস; তা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যাতে পার্বতীর চিত্রকেতুকে অভিশাপ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। শিবের উপদেশ শুনে পার্বতী নিশ্চয়ই চিত্রকেতুকে একজন অসুর হওয়ার অভিশাপ দেওয়ার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। চিত্রকেতুকে পার্বতী মাতা চিনতে পারেননি এবং তাই তিনি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন শিবের উপদেশে তা বুঝতে পেরেছিলেন, তখন তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৬

শ্রীশুক উবাচ

ইতি শ্রুত্বা ভগবতঃ শিবস্যোমাভিভাষিতম্ ।
বভূব শান্তধী রাজন্ দেবী বিগতবিস্ময়া ॥ ৩৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবতঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী দেবতা; **শিবস্য**—শিবের; **উমা**—পার্বতী; **অভিভাষিতম্**—উপদেশ; **বভূব**—হয়েছিলেন; **শান্তধীঃ**—অত্যন্ত শান্ত; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দেবী**—দেবী; **বিগত-বিস্ময়া**—বিস্ময় পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, পতির বাক্য শ্রবণপূর্বক দেবী উমা চিত্রকেতুর আচরণে বিস্ময় পরিত্যাগ করে তাঁর বুদ্ধি স্থির করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, *শান্তধীঃ* শব্দটির অর্থ *স্বীয়পূর্বস্বভাবস্মৃত্যা* । চিত্রকেতুকে অভিশাপ দেওয়ার আগের আচরণের কথা মনে করে, পার্বতী অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং শাড়ির আঁচল দিয়ে তাঁর মুখ ঢেকেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, চিত্রকেতুকে অভিশাপ দিয়ে তিনি ভুল করেছেন।

শ্লোক ৩৭

ইতি ভাগবতো দেব্যাঃ প্রতিশপ্তুমলন্তমঃ ।
মূর্ধ্না স জগৃহে শাপমেতাবৎ সাধুলক্ষণম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **ভাগবতঃ**—পরম ভক্ত; **দেব্যাঃ**—পার্বতীর; **প্রতিশপ্তুম্**—প্রতিশাপ; **অলন্তমঃ**—সর্বতোভাবে সমর্থ; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **সঃ**—তিনি (চিত্রকেতু); **জগৃহে**—স্বীকার করেছিলেন; **শাপম্**—অভিশাপ; **এতাবৎ**—এটিই; **সাধু-লক্ষণম্**—ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ।

অনুবাদ

পরম ভক্ত চিত্রকেতু পার্বতী দেবীকে প্রতিশাপ দিতে সমর্থ হলেও তা দেননি; পক্ষান্তরে তিনি দেবী প্রদত্ত শাপই অবনত মস্তকে স্বীকার করেছিলেন, এবং শিব ও পার্বতীকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এটিই বৈষ্ণবের লক্ষণ বলে বুঝতে হবে।

তাৎপর্য

শিবের বাক্য শ্রবণ করে পার্বতী বুঝতে পেরেছিলেন যে, চিত্রকেতুকে অভিশাপ দিয়ে তিনি ভুল করেছেন। রাজা চিত্রকেতুর চরিত্র এতই মহান ছিল যে, অন্যায়ভাবে পার্বতীর দ্বারা অভিশপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বিমান থেকে অবতরণ করে, তাঁর অভিশাপ স্বীকার করেছিলেন, এবং তাঁকে মা বলে সম্বোধন করে তাঁর সম্মুখে তাঁর মস্তক অবনত করেছিলেন। ইতিপূর্বেই তা বর্ণনা করা হয়েছে—*নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি* । চিত্রকেতু মনে করেছিলেন যে, তাঁর মা যেহেতু তাঁকে অভিশাপ দিতে চেয়েছেন, তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য তিনি সেই অভিশাপ গ্রহণ করবেন। একে বলা হয় *সাধুলক্ষণম্*, প্রকৃত সাধু বা ভক্তের লক্ষণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা* । ভক্তের কর্তব্য সর্বদা অত্যন্ত বিনীত এবং নম্র হওয়া, এবং অন্যদের, বিশেষ করে গুরুজনদের সমস্ত সম্মান প্রদর্শন করা। ভগবান সর্বদা রক্ষা করেন বলে ভক্ত অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু ভক্ত কখনও অনর্থক তাঁর শক্তি প্রদর্শন করতে চান না। কিন্তু, অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ যখন একটু ক্ষমতা লাভ করে, তখন সে তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য তা ব্যবহার করতে চায়। সেটি ভক্তের আচরণ নয়।

শ্লোক ৩৮

জজ্ঞে ত্বষ্টুর্দক্ষিণাগ্নৌ দানবীং যোনিমাশ্রিতঃ ।
বৃত্র ইত্যভিবিখ্যাতো জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ॥ ৩৮ ॥

জজ্ঞে—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ত্বষ্টুঃ**—ত্বষ্টা নামক ব্রাহ্মণের; **দক্ষিণ-অগ্নৌ**—দক্ষিণাগ্নি নামক যজ্ঞাগ্নিতে; **দানবীম্**—দানবী; **যোনিম্**—যোনি; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **বৃত্রঃ**—বৃত্র; **ইতি**—এইভাবে; **অভিবিখ্যাতঃ**—প্রসিদ্ধ; **জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুতঃ**—দিব্যজ্ঞান এবং জীবনে তার ব্যবহারিক প্রয়োগে সংযুক্ত।

অনুবাদ

দুর্গামাতা (শিবপত্নী ভবানী) কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে, সেই চিত্রকেতুই অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দিব্যজ্ঞান ও জীবনে তার ব্যবহারিক প্রয়োগে সংযুক্ত হয়েই তিনি ত্বষ্টার অনুষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নি থেকে এক অসুর রূপে আবির্ভূত হন, এবং তাই তিনি বৃত্রাসুর নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যোনি শব্দটির অর্থ সাধারণত জাতি। বৃত্রাসুর যদিও আসুরিক পরিবারে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমন্বিত ছিলেন। *জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ*—তাঁর চিন্ময় জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষমতা তিনি হারাননি। তাই বলা হয়েছে যে, কোন কারণে যদি ভক্তের অধঃপতনও হয়, তবুও তিনি নষ্ট হন না।

যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৭)

ভগবদ্ভক্তিরূপ সম্পদ একবার লাভ করলে, তা কখনও কোন অবস্থাতেই হারিয়ে যায় না। যে আধ্যাত্মিক উন্নতি তিনি লাভ করেন, তা সব সময় তাঁর সঙ্গেই থাকে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। এমন কি ভক্তিযোগীর অধঃপতন হলেও, তিনি ধনী অথবা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, এবং যেই স্তরে তিনি ভক্তিযোগ ত্যাগ করেছিলেন, সেই স্তর থেকেই পুনরায় ভগবদ্ভক্তি শুরু করেন। বৃত্রাসুর যদিও অসুর নামে পরিচিত ছিলেন, তবু তিনি তাঁর কৃষ্ণভক্তি হারাননি।

শ্লোক ৩৯

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
বৃত্রস্যাসুরজাতেশ্চ কারণং ভগবন্মতেঃ ॥ ৩৯ ॥

এতৎ—এই; **তে**—আপনাকে; **সর্বম্**—সমস্ত; **আখ্যাতম্**—বর্ণনা করেছি; **যৎ**—যা; **মাম্**—আমাকে; **ত্বম্**—আপনি; **পরিপৃচ্ছসি**—জিজ্ঞাসা করেছেন; **বৃত্রস্য**—বৃত্রাসুরের; **অসুর-জাতেঃ**—অসুরকুলে যার জন্ম হয়েছিল; **চ**—এবং; **কারণম্**—কারণ; **ভগবৎ-মতেঃ**—ভগবদ্ভক্তির উন্নত বুদ্ধি।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আপনি যে মহান ভগবদ্ভক্ত বৃত্রের অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা আমি পূর্ণরূপে আপনাকে বলার চেষ্টা করেছি।

শ্লোক ৪০

ইতিহাসমিমং পুণ্যং চিত্রকেতোর্মহাত্মনঃ ।
মাহাত্ম্যং বিষ্ণুভক্তানাং শ্রুত্বা বন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৪০ ॥

ইতিহাসম্—ইতিহাস; **ইমম্**—এই; **পুণ্যম্**—পরম পবিত্র; **চিত্রকেতোঃ**—চিত্রকেতুর; **মহাত্মনঃ**—পরম ভক্ত; **মাহাত্ম্যম্**—মহিমা সমন্বিত; **বিষ্ণু-ভক্তানাম্**—বিষ্ণুভক্তদের থেকে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **বন্ধাৎ**—জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন থেকে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

চিত্রকেতু ছিলেন একজন মহান ভক্ত (মহাত্মা)। কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে চিত্রকেতুর এই ইতিহাস শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

পুরাণে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনা, যেমন *ভাগবত পুরাণে* বর্ণিত চিত্রকেতুর এই ইতিহাস অভক্তেরা অনেক সময় ভুল বোঝে। তাই শুকদেব গোস্বামী ভক্তের শ্রীমুখ থেকে চিত্রকেতুর ইতিহাস শ্রবণ করার উপদেশ দিয়েছেন। ভক্তি সম্বন্ধীয়

অথবা ভগবান এবং তাঁর ভক্তের চরিত অবশ্যই ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করা কর্তব্য, পেশাদারী পাঠকের কাছ থেকে নয়। সেই উপদেশ এখানে দেওয়া হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক স্বরূপদামোদরও ভক্তের কাছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* জ্ঞান আহরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন—*যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে*। পেশাদারী পাঠকদের কাছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* কথা শ্রবণ করা উচিত নয়। তা হলে কোন লাভ হবে না। *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামী অভক্তের মুখে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের কার্যকলাপ শ্রবণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ ।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কোন কথা অবৈষ্ণবের মুখ থেকে শ্রবণ করা উচিত নয়। সর্পের উচ্ছিষ্ট দুধ যেমন বিষে পরিণত হয়, তেমনই অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথাও বিষাক্ত।" ভগবদ্ভক্তই কেবল তাঁর শ্রোতাদের ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে প্রভাবিত করতে পারেন।

শ্লোক ৪১

য এতৎ প্রাতরুত্থায় শ্রদ্ধয়া বাগ্‌যতঃ পঠেৎ ।
ইতিহাসং হরিং স্মৃত্বা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৪১ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **এতৎ**—এই; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **উত্থায়**—গাত্রোত্থান করে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **বাক্-যতঃ**—মন এবং বাক্য সংযত করে; **পঠেৎ**—পাঠ করেন; **ইতিহাসম্**—ইতিহাস; **হরিং**—ভগবান শ্রীহরিকে; **স্মৃত্বা**—স্মরণ করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **যাতি**—যান; **পরমাম্ গতিম্**—ভগবানের ধামে।

অনুবাদ

যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে তাঁর বাণী এবং মন সংযত করেন, এবং ভগবানকে স্মরণ করে চিত্রকেতুর এই ইতিহাস পাঠ করেন, তিনি অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'চিত্রকেতুর প্রতি পার্বতীর অভিশাপ' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।